সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

কুম্ভকর্ণের ঘুমে প্রশাসন

বদলগাছীর সেই স্কুলমাঠে ফের হাট বসিয়েছে ইজারাদার!

সানজীদ রয়েল সাগর, বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছী সদরে অবস্থিত প্রশাসনের নাকের ডগায় সুনামধন্য দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সম্প্রতি ঘোষিত বদলগাছী (সরকারি) মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের রাস্তা দখল করে চলছে হাটবাজার। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও কমলমতি শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছেন। গত বছর এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশের পর স্থানীয় প্রশাসন স্কুলের অর্ধেক মাঠ থেকে হাট-বাজার উচ্ছেদ করলেও চলতি বছরে আবারও স্কুলের গেট পর্যন্ত হাট বসিয়েছেন হাট ইজারাদাররা। তা দেখেও স্থানীয় প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

৯ শতাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ব্যাহত

গত শনিবার সকাল ৯টায় সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয় দুটির মাঠ ও রাস্তা দখল করে কাঁচা তরিতরকারির পাইকারি হাট বসিয়ে দেদার কেনা বেচা চলছে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত পাইকারেরা বড় বড় ট্রাক ও ভটভটি এনে স্কুল মাঠ দখল করে রেখে কাঁচামাল লোড আনলোড করছে। সেই সাথে উপজেলার কৃষকেরা ভটভটি ও ভ্যানযোগে কাঁচা তরিতরকারী এনে ওই বাজারে বিক্রি করছে। বদলগাছীর প্রাণকেন্দ্র চৌরাস্তার মোড় থেকে শুরু করে স্কুল মাঠ, গেট ও থানার গেট পর্যন্ত দখল করে হাটবাজার চললেও যেন কেউ দেখার নেই। স্কুল মাঠ ও রাস্তা দখল করে সপ্তাহে শনিবার ও বুধবার দুই দিন হাট-বাজার বসে। এই দুই দিন দুটি স্কুলের প্রায় সাড়ে ৯ শতাধিক শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে চরম ভোগান্তির শিকার হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা ভ্যান গাড়ি, ভটভটি, সাইকেল ও ট্রাকসহ লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এপাশ ওপাশ কাটিয়ে কোন রকমে স্কুলে যাতায়াত করছে। যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কিন্তু শিশু নয়। ছেলে শিক্ষার্থীরা ওই হাট-বাজারের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলা ঠেলি করে স্কুলে পৌছিলেও মেয়ে শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়ে যায়। এই কারণে অনেক অভিভাবকেরা হাট-বাজারের দিন তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে যেতে দেয় না। কারণ স্কুলে যাতায়াতের পরিবেশের অভাবে সপ্তাহে দুই দিন যদি শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে না পারে তাহলে বৎসরে প্রায় ১শত দিন তারা ক্লাস থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দিবস ও এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীনসহ প্রায় ৬ মাস পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস থেকে বঞ্চিত থাকে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা চরম উদ্বিগ্ন হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের এ বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। এ বিষয়ে মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তার স্কুলের কমলমতি শিশু শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাট-বাজারের দিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় বলে জানান।

এ বিষয়ে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেশ সিংহর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন গত বছর স্কুলের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের কথা বিবেচনা করে স্কুল মাঠ থেকে অর্ধেক হাট-বাজার উচ্ছেদ করেছিলেন কিন্তু এ বছর আবারও কিছুদিন থেকে হাট ইজারাদাররা আবারও স্কুলের গেট পর্যন্ত হাট-বাজার বসিয়েছে। এবং বিষয়টি স্থানী প্রশাসনকে অবহিতও করা হয়েছে কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। তিনি আরও জানান বিষয়টি নিয়ে গত বছর স্কুল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ কয়েকবার স্কুল মাঠ থেকে হাট-বাজার উচ্ছেদের জন্য লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সরকারিকরণের ঘোষণা হয়েছে। তিনি আশা করেন বিষয়টি এখন সরকারে স্থানীয় প্রশাসনসহ শিক্ষা মন্ত্রণায় সুদৃষ্টি দিয়ে স্কুল মাঠ থেকে হাট-বাজার উচ্ছেদ করে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতসহ খেলাধুলা ও বিনোদনসহ নিরবচ্ছিন্ন পাঠদানের উপযোগীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হুসাইন শওকত বলেন, তিনি স্কুল মাঠে হাট-বাজার বসায় শিক্ষার্থীদের চলাচলের যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা তিনি অবগত রয়েছেন। গত বছর স্কুল মাঠ থেকে অর্ধেক হাট সরানোর পর আবারও এবছর স্কুলের গেট পর্যন্ত হাট লাগলো কি ভাবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে জায়গায় হাট স্থানান্তর করা হয়েছিলো সেই জায়গাটি আর দেবে না। তাই হাট স্কুল গেট পর্যন্ত লেগেছে।

অপরদিকে নতুন হাটের জায়গা প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ভরাট করলেও তা কোন কাজে আসছে না। বর্তমান ঐ জায়গাতেও অনেক লোকজন ঘরবাড়ি স্থাপন করে বসবাস করলেও স্থানীয় প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকার সচেতন মহল ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা দ্রুত স্কুল মাঠ থেকে হাট-বাজার উচ্ছেদ করে দুটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াত নিরাপদকরণের জন্য প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।